সূচিপত্র

ঈমান/আকীদা	১১
তাহারাত/পবিত্রতা	৩০
সালাত/নামায	৩৩
জানাযা/কাফন-দাফন	৬৩
যাকাত/মানত	৬৭
সিয়াম	৭১
হজ্জ	৮৪
কুরবানি/আকীকা	৯৩
বিবাহ/তালাক	৯৯
পোশাক/পর্দা	১১৩
দুআ/আমল	১২০
সুদ/ঘুষ/ব্যবসা	১২৩
উলূমুল হাদীস	১২৮
বিদআত	১৩১
কিয়ামতের আলামত	১৪৩
জামাআত/মাযহাব	১৬০
তালিম/তাবলীগ	১৭২
বিবিধ	১৯২

ঈমান/আকীদা

প্রশ্নঃ ০১। তাকওয়ার লেভেল বাড়ানোর উপায় কী?

উত্তরঃ ব্যক্তিগতভাবে সবসময় আল্লাহ তাআলার সুন্নাত যিকির করা। মাঝে মাঝে সোহবত অর্জন করা। নেককার মানুষদের সাথে বসা। এবং তাদের সাথে বসে দীনের আলোচনা করা। নিয়মিত কুরআনের তরজমা, হাদীসের তরজমা, নিয়মিত ১০ থেকে ২০ মিনিট পড়া। যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রবণতা। আরেকটা জিনিস, আপনাদেরকে বলি, আমার আমেরিকার একভাই একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা অনেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক চিন্তা করছি, কিন্তু আমাদের পরিবারের খুব খারাপ অবস্থা। উনি বললেন, আমি প্রতিদিন ১০ মিনিট আমার প্রাইমারি লেভেলের ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটু ইসলামি আলোচনা করি। আমি বলি, চিল্ড্রেন! টাইম অব হালাকা। ওরা জানে, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। আমি ভেবেছিলাম, ১০ মিনিট মনে হয় খুব কম। কিন্তু একবছরে ওদের আকীদার লেভেল অনেক বেড়ে গেছে। Knowing Allah, Knowing Prophet এরকম কয়েকটা বই উনি শেষ করেছেন। ওদের ঈমান-আকীদার লেভেল এত বেড়ে গেছে ওরা যেখানে যেটা শোনে, প্রশ্ন করে। আমি সেটার কাউন্টারে কিছু হলেও বলি। আমার অনুরোধ হল, আমাদের তাকওয়া লেভেল বাড়ানোর জন্য, প্রত্যেকে নিজের পরিবারে সকল সদস্য নিয়ে অন্তত

১০ /১৫ মিনিট আমরা বসি। ওরা যেন বিরক্ত না হয়, যদি লম্বা করে একবারে ওয়ায মাহফিল করে ফেলি, এত বিরক্ত হবে যে, ওরা আর বসবে না। আমরা তাদেরকে নিয়ে বসি, এতে আমাদের তাকওয়া বাড়বে এবং তাদে ঈমান ও তাকওয়া উজ্জীবিত হবে। আল্লাহ তাওফীক দিন।

প্রশ্ন: ০২। আল্লাহ তাআলা তাঁর সিফাতি নামগুলো কি তিনি নিজেই রেখেছেন? নাকি এগুলো আল্লাহর রসূল রেখেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তাআলার নামগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই জানতে হবে। এখানে একটা মূলনীতি আমাদের বুঝতে হবে। গায়েবি জগত সম্পর্কে, আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে, আল্লাহর মর্যাদা সম্পর্কে, জান্নাত-জাহান্নাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মর্যাদা– এগুলোর ব্যাপারে আমাদের ওহির ওপর নির্ভর করতে হবে। আল্লাহ তাআলাকে আল্লাহ তাআলা নিজেই সর্বোচ্চ এবং সঠিকভাবে জানেন এবং তিনি তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার নামগুলো কুরআন এবং সুন্নাহ থেকেই জানতে হবে। এটাকে কেউ বানিয়ে বলতে পারে না। বরং বানিয়ে বলাটা অবৈধ। কুরআনে আল্লাহ যে নাম নিজের জন্য ব্যবহার করেন নি, হাদীসে যে নাম রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর জন্য বলেন নি, এই নাম বলা উচিত নয়। আমাদের সমাজে আলিমদের ভেতরে 'কাদীম' একটা শব্দ আল্লাহ তাআলার সিফাতি নাম হিসাবে বলা হয়, প্রাচীন অর্থে। এটা কুরআনে আল্লাহ তাআলার নামে নেই, হাদীসেও নেই। কাজেই এই নামটা ব্যবহার করা আমাদের জন্য ঠিক নয়। এর বদলে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

[তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত এবং তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত।][১]

১. সূরা [৫৭] হাদীদ, আয়াত: ০৩।

আল্লাহ তাআলার নামগুলো নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন। আল্লাহকে জানতে হলে, আল্লাহর মা'রিফাত, আল্লাহর মুহাব্বাতের জন্য এই বিশেষণগুলো জানা দরকার। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, এই নাম দিয়ে, এই নামের অসীলা দিয়ে তোমরা আল্লাহকে ডাকো।[২] আল্লাহর নামগুলোর ব্যাপারে কাফিররা ভিন্নমত পোষণ করত। আরবের মুশরিকরা একেশ্বরবাদী, অর্থাৎ আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করত। আল্লাহর ইবাদত করত, আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে মানত। তাহলে তারা শিরক করত, আল্লাহর পাশাপাশি অন্যদের ইবাদত করত। আর আল্লাহ নামের ব্যাপারে বিতর্ক করত। তারা আল্লাহকে রহীম বলত, খালিক বলত, কিন্তু রহমান বলত না। এই নামের ব্যাপারে আপত্তি করত। এজন্য আল্লাহর নামগুলো আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাকে এই এই নামে ডাকা যাবে।

এই নামগুলো নিয়ে এখন বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলছেন, এগুলো নাকি দেবদেবীর নাম। এটা আসলে মূর্খতা। অনেকেই এতবড় মূর্খ যে, মূর্খতার কোনো শেষ নেই। বিষয়টা খুব সহজ। আরবের কাফিররা আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামীন বিশ্বাস করত। তারা কোনো দেবদেবীকে রহমান রাহীম কারীম হান্নান মান্নান হত না। যেমন আমাদের মুসলিমদের যারা দেবদেবী হয়ে গেছে– গাউস কুতুব ওলি আবদাল– এদের কাউকে আমরা আল্লাহর নাম বলি না। হিন্দুদের ভেতরে যারা এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন, দেব-দেবীদেরকে ঈশ্বরের যে মূল এট্রিবিউট, তা কিন্তু দেন না। তাদের ভিন্ন নাম থাকে। এজন্য আল্লাহ তাআলার যে নামগুলো

২. সূরা [৭] আ'রাফ, আয়াত: ১৮০।

এগুলো কখনোই দেবদেবীদের নাম নয়। দেবদেবীদের নিজস্ব নাম ছিল, লাত মানাত উজ্জা হাবল। এবং এই দেব-দেবীদেরকে আরবের মুশরিকরা কখনোই রাহীম কারীম হান্নান মান্নান বলত না। তাদেরকে তাদের নামে ডাকত। যেমন আমাদের সমাজের দেব-দেবীদেরকে তাদের নামে ডাকা হয়, কিন্তু বলা হয় না, অমুক দেবী সর্বশক্তিমান, অমুক দেবী সৃষ্টিকর্তা, অমুক দেবী সর্বশ্রোতা। এরকম বলা হয় না। বলা হয় অমুক দেবী অমুক বিষয়ের দেবী। কাজেই আল্লাহ তাআলার নামগুলো কোনো দেবদেবীর নামে ব্যবহার হত এটা নিরেট মূর্খতা। এটা আরবের ইতিহাস; আরবের ধর্মে এর অস্তিত্ব নেই। কারণ আরবরা নিজেরাই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বিভিন্ন নাম আরোপ করত, বাকি কিছু নাম নিয়ে তারা বিতর্ক করত। আর কোনো দেবদেবীর নামে তারা এই নামগুলো ব্যবহার করেছে এটার প্রমাণ ঐতিহাসিকভাবেও নেই যৌক্তিকভাবেও নেই। কেউ যদি বলে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় মূর্তির নাম ঈশ্বর, তাহলে তাকে কী বলবেন? এটা একটা নিরেট ও অকাট মূর্খতা। আমরা যদি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলি, গির্জায় যে সবচেয়ে বড় মূর্তিটা আছে ওটার নাম ঈশ্বর গড। এটা কেউ মানবে না। মানুষের মূর্খতা দূষণীয় নয়, মূর্খ নিজেকে জ্ঞানী মনে করলে এটা দূষণীয়। যে মানুষ যে বিষয়ে জানে তার সেই বিষয়ে কথা বলা উচিত। যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে কথা বলা ডাবল মূর্খতা। আমরা বলি জাহিলে মুরাক্কাব। মূর্খ এবং যিনি জানেন না যে তিনি মূর্খ। ঈশ্বরের কোনো মূর্তি কেউ করে না, গডের কোনো মূর্তি কেউ করে না। আরবের কাফিররা একেশ্বরবাদী, এক আল্লাহয় বিশ্বাসী, এক আল্লাহর উপাসক ছিল। যেমন ভারতের হিন্দুরা এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী, তারা যেমন বিভিন্ন দেবদেবীর ইবাদত কর, আরবের কাফিররা আল্লাহর ওলি, নবী বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আল্লাহর মধ্যস্থ হিসাবে ইবাদত করত। কাজেই যিনি বলেছেন, কাবা ঘরে বড় মূর্তি ছিল তার নাম ছিল আল্লাহ, তিনি ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ,

ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, অন্যান্য বিশ্বের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, তিনি নিরেট মূর্খ, কিন্তু নিজেকে জ্ঞানী দাবি করছেন।

প্রশ্ন: ০৩. একভাই প্রশ্ন করেছেন। আমার একবন্ধু আমাকে কোনো একজন আল্লাহওয়ালা লোকের কাছে নিয়ে গেল। যাওয়ার পরে দেখলাম তার পায়ের উপরে মানুষ সিজদা করছে। আরও যা বুঝলাম, এখানে শরীআত বিরোধী কাজ হয়। এই জাতীয় মানুষের কাছে আমাদের যাওয়া উচিত কি না?

উত্তর: প্রথম কথা হল আমরা মানুষের কাছে কেন যাব? 'কেন যাব' প্রশ্নটা থেকেই সকল সমস্যার উৎপত্তি। এই যে বিশ্বে মানুষ শিরক করে। কোনো নাস্তিক তো শরিক করে না। শিরক করে কে? যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আল্লাহর মমতা-মায়া পাওয়ার জন্য একটা মধ্যস্থ খোঁজা, এটার নামই হল শিরক। মানুষ না বুঝে এ শিরকের মধ্যে পড়ে। কখন? আমি গুনাহগার। আল্লাহ বোধহয় আমার কথা শুনবে না। আমি একজন আল্লাহওয়ালা মানুষের কাছে গেলে, আমার কথা তিনি আল্লাহকে বলে দিলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি শুনবেন। যেমন একজন দুষ্টু ছাত্রের কথা স্যার শুনতে চায় না। ভালো ছেলের কথা শোনে। কাজেই দুষ্টু ছেলেটা ভালো ছেলেকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে দেয়। এই হীনমন্যতা থেকে সকল শিরকের শুরু। কারণ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক মায়ের সাথে সন্তানের সর্ম্পকের চেয়েও গভীর। কোনো সন্তান কখনোই মনে করে না– আমার মা আমাকে মারধর করে আমাকে রাগ করে– কাজেই আমার মা বোধহয় আমার কথা শুনবে না, আমি মার বান্ধবী, মায়ের বিয়ান সাহেব বা মায়ের অমুক আপনজনকে নিয়ে একটু সুপারিশ করিয়ে দিলে মা বোধহয় তাড়াতাড়ি শুনবে। কোনো সন্তান যদি এমন হয়, তার সকল চাওয়া-পাওয়া মাকে না বলে মায়ের বান্ধবীকে বলে, তার মাধ্যমে মায়ের কাছে চায়। মা কিন্তু সেই সন্তানকে পছন্দ করে না। সে সন্তান কিন্তু

মায়ের মাতৃত্বকে অপমান করল। ঠিক তেমনি কোনো বান্দা যদি মনে করে, আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ আমাকে বানিয়েছেন। কিন্তু আমি চাইলে আল্লাহ দেবেন না। আরেকজন বলে দিলে দেবেন– এটা থেকে সকল শিরক। সে আল্লাহর রুবুবিয়াতকে অপমান করে। কাজেই আমরা আল্লাহওয়ালার কাছে কেন যাব! আল্লাহওয়ালার কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য আছে। সেটা হল আল্লাহওয়ালা মানুষদের সাহচর্যে বসে আল্লাহওয়ালা আমলগুলো শেখা। তাদের কাছ থেকে মুখে শুনে মাসআলা-মাসায়িল শেখা, তাদেরকে মহব্বত করা। এই উদ্দেশ্যে যাওয়া ভালো। আর দুআ করবে আল্লাহওয়ালা। আল্লাহওয়ালা মানুষের মাধ্যমে বিপদ কাটাবে এটা শিরক। কিন্তু আমরা অধিকাংশ এজন্য যায়।

এই সিজদাহটা কেন করেন? হুজুর খুশি হয়ে আল্লাহকে বলে দিবেন। এজন্য করে। অথচ প্রথম কথা, উনি আল্লাহওয়ালা কিনা আমরা জানি না। উনি আল্লাহওয়ালা হতেন তাহলে সিজদাহ দিতেন না। কারণ সবচেয়ে বড় আল্লাহওয়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো সেজদাহ নেন নি। দুইনাম্বার কথা, আল্লাহওয়ালা বলে দিলে আল্লাহ আমাকে দেবেন। আর আমি বললে দেবেন না। কেউ যদি বিশ্বাস করে, আমার খালা বলে দিলে মা আমাকে বেশি আদর করবে। আমি বললে করবে না। সে কিন্তু মায়ের মাতৃত্বকে অপমান করে। কেউ যদি মনে করে, কোনো নেককার মানুষ বলে দিলে আল্লাহ আমাকে বেশি দেবে আমি বললে দেবে না, সেও কিন্তু আল্লাহর রুবুবিয়াতকে অপমান করে। অনেক সময় আমার বলি রাজা-বাদশার কাছে যেতে গেলে একটা লোক লাগে। কেন লাগে? কারণ রাজা-বাদশা আমাকে চেনে না। অথবা চিনলেও পারশিয়ালিটি করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তো তা না। আল্লাহ আমাকে চেনেন। আল্লাহ আমার কথা সবার চেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ আমার বিপদ জানেন। মনের আবেগ